দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

এই সন্ত্রাসের অবসান চাই

মহান বিজয় দিবসের সকালে ময়মনসিংহে যে মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা ঘটেছে তার উপযুক্ত নিন্দা প্রকাশের ভাষা আমাদের জানা নেই। পবিত্র এ দিনে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষে অন্তত তিনজন শিক্ষার্থী নিহত এবং অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছেন। এমন একটি শোচনীয় ঘটনায় বিমূঢ় হওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুঃখ আর সমবেদনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এর প্রতিকার দাবী করি। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনের শান্তি হরণের পর যারা বিজয় দিবসের মত একটি জাতীয় উৎসবের পবিত্রতা এভাবে নষ্ট করার ধৃষ্টতা রাখে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা প্রত্যাশা করি।

ঘটনার যেটুকু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায়, বিজয় দিবসের সূচনা লগ্নে অর্থাৎ শুক্রবার দিনগত মধ্যরাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির একটি মিছিল বের করে জাতীয় ছাত্রদলের বিরুদ্ধে উস্কানি-মূলক স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। পরে ছাত্রদল মিছিল বের করলে তার উপর বোমা মারা হয়। এর থেকেই শুরু হয় শিবির বনাম ছাত্র ঐক্যের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ; যা সকাল পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত থাকে এবং অন্তত তিনজন নিহত ও অর্ধ শতাধিক আহত হন। বিজয় দিবসের রাতকে উস্কানি সৃষ্টি এবং তান্ডব অবতারণার উপলক্ষ করে নেয়ার চেয়ে নিন্দনীয় আচরণ অকল্পনীয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনাটি সময়গত কারণে এবং প্রচন্ডতায় আমাদের হতবাক করলেও আসলে এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর সঙ্গে চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অসংখ্য সন্ত্রাসী তৎপরতাকে মিলিয়ে দেখলে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুলিশ প্রহরায় চলাচল করলেও শিবিরের সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ভয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী তা ব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছেন না। এমন কি কর্তৃপক্ষও নাকি বিপত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছেন। সিলেটসহ দেশের আরও অনেক জায়গাতেই রগ কাটার মত বর্বরতা সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ পরিস্থিতিকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে তা নির্ধারণের ভার আমরা জাতীয় নেতৃত্বের উপরই ছেড়ে রাখার পক্ষপাতী।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য একটাই। আর তা হচ্ছে এই যে, সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ্ও সহ্য করেন না। মানুষের জন্যেও সহ্য করার প্রশ্ন ওঠে না। সংগঠিত সন্ত্রাসীচক্র জাতির ভবিষ্যৎ তো বটেই, তার অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলেছে। এ পর্যায়ে পৌঁছেও যদি চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দমনের ব্যবস্থা না নেয়া হয়; সমাজ-শৃংখলার কোন আয়োজনেরই অর্থ বা প্রয়োজন থাকে না। সকল সমাজেই সন্ত্রাসীরা সমাজের শত্রু হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদেরও এভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এদের প্রশ্নে তাই কোন মমতা বা সহানুভূতির প্রশ্ন আসতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনকে যারা কসাইখানায় পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে, সব শক্তি নিয়োগ করে হলেও তাদের পরাভূত করতে হবে।

জাতীয় রাজনীতির অস্থিরতা সব সময়ই সমাজবিরোধী এবং সন্ত্রাসীদের সুযোগ বৃদ্ধি করে। এই সুযোগ কতদূর যেতে পারে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তারও প্রমাণ। আমরা তাই ঘটনাটির প্রতি জাতীয় নেতৃত্বের মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং এই সুযোগে আবেদন রাখতে চাই যে, যে পরিস্থিতিতে এমন একটি ঘটনা সম্ভব হতে পারে; তা রোধ করতে সচেষ্ট হোন। আমরা আমাদের তরুণদের রক্তের এমন অপচয় আর দেখতে চাই না।